দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সরকারী কলেজ শিক্ষক আত্তীকরণ বিধিমালা পাল্টে যাচ্ছে, ১২ হাজার শিক্ষক জ্যেষ্ঠতা হারাবেন

মোশতাক আহমেদ ॥ সরকারী কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রচলিত আত্তীকরণ বিধিমালা পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমান বিধিমালা বাদ দিয়ে পূর্বের অনুপযোগী একটি বিধিমালা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে করে শিক্ষকদের চাকরি ক্ষেত্রে চরম জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন হবে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকের মধ্যে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা বলছেন, প্রচলিত বিধিমালা বাতিল করে নতুন বিধিমালা চালু করা হলে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত সাড়ে বারো হাজার শিক্ষকের মধ্যে প্রায় বারো হাজার শিক্ষক চাকরি ক্ষেত্রে তাঁদের জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। ভেঙ্গে পড়বে শিক্ষায় চেন অব কমান্ড। বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে শিক্ষা প্রশাসনে। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলছেন, বিধিমালা পরিবর্তনের জন্য কিছু আবেদন এসেছে ঠিকই। তবে বিধিমালা পরিবর্তনের কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

দেশের বর্তমানে সরকারী কলেজে দু'ধারার শিক্ষক রয়েছেন। পিএসসির মাধ্যমে (বিসিএস) সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণকালে আত্তীকরণের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত। এ পর্যন্ত তিনটি আত্তীকরণ বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুটো বিধিমালা একপেশে হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি, সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে প্রণীত হয় আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী বিধিমালা ২০০০ বাদ দিয়ে ১৯৯৮ সালের বিধিমালা সংস্কার করে নতুন করে চালু করার চিন্তাভাবনা করছে।

সূত্রমতে, যে নতুন বিধিমালা চালুর কথা বলা হচ্ছে তাতে জাতীয়করণকৃত কলেজের কোন শিক্ষক কলেজটি জাতীয়করণের পূর্বে যে পদে কর্মরত ছিলেন সেই পদে বা সমমানের অন্য কোন পদে আত্তীকরণের মাধ্যমে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অর্থাৎ যে বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণ করা হবে সেই কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ অধ্যক্ষ পদে, উপাধ্যক্ষবৃন্দ উপাধ্যক্ষ পদে এবং সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ সহকারী অধ্যাপক পদে আত্তীকরণ হবে।

বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেছেন, এতে করে শিক্ষকের জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন হবে। কারণ নতুন কলেজে জাতীয়করণ হলে সেক্ষেত্রে সেই কলেজের একজন নতুন অধ্যক্ষ কিংবা শিক্ষক থাকবেন ঊর্ধ্বে। অথচ বিসিএস ক্যাডারভুক্ত হয়ে যাঁরা বিশ/পঁচিশ বছর যাবত চাকরি করে আসছেন তাঁরাও এসব পদের কথা ভাবতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই এসব শিক্ষকের চেয়ে নতুন আত্তীকরণকৃত শিক্ষকরা পদোন্নতি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই সুযোগ-সুবিধা বেশি পাবেন।

এই ঘটনায় বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোঃ এ রউফ ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ আব্দুস সামাদ বলেন, তাঁরা বলছেন প্রচলিত বিধিমালা বাতিল করে নতুন বিধিমালা চালু করা হলে বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা চাকরি ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। ভেঙ্গে পড়বে শিক্ষায় চেন অব কমান্ড। তাঁরা আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০ চালু রাখার দাবি জানান।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮ সালের বিধিমালা অনুযায়ী তোলা সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ আমীর হোসেনকে অধ্যক্ষ পদে আত্তীকরণের আদেশ জারি করা হয় এবং তাঁকে সিলেকশন গ্রেড দেয়া হয়। এ নিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি হাইকোর্টে আদালত অবমাননা মামলার মাধ্যমে এ নিয়োগাদেশকে অকার্যকর করে এবং তৎকালীন শিক্ষা সচিব ১৯৯৮ সালে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করলে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু আবারও সে রকম বিধিমালা প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।